# তথ্যপ্রযুক্তি : একনজরে
## সুজিতকুমার বসু

যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, সক্রিয় প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তি আজকের বিশ্বে এক শক্তিশালী অনুঘটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সত্যি কথা বলতে কি কম্পিউটার সভ্যতার মঞ্চে নবাগত হওয়া সত্ত্বেও তথ্য-প্রযুক্তি তথা কম্পিউটারের সাহায্য ছাড়াই এতদিন আমরা কি ভাবে জীবনযাপন করছিলাম তা ভাবতেও অবাক লাগে।

ভাবা যায়! প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোর ফল দ্রুত প্রকাশ করা, ব্যাঙ্কে বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য আমানতকারীর জমা-খরচের হিসাব রাখার মত বিপুলায়তন কাজগুলোর কথা। কম্পিউটার-কৃত মার্কশীট এখন পরীক্ষার পর প্রয়োজনে হাতে-হাতেই পাওয়া যেতে পারে। ইদানীং দেখা যায় হোটেল বা হাসপাতাল ছাড়ার সময় চোখের পলক ফেলার আগেই বিল তৈরি। লাইব্রেরিতে বই দেওয়া-নেওয়াও আজ আর ঘামে-ভেজা বিরক্তিকর অপেক্ষার অভিজ্ঞতা নয়। আরো অনেক উদাহরণের মধ্যে এগুলো মাত্র কয়েকটি। এর কোনোটাই কি সম্ভব হতো তথ্য-প্রযুক্তি ছাড়া?

সত্যি কথা বলতে কি আমার ছোটবেলায় পড়া এক কল্পকাহিনীর কথা মনে পড়ে – সম্ভবত স্যার আর্থার সি ক্লার্কের লেখা। সেই গল্পের শহরে কাউকে ফুটপাথে হাঁটতে হতো না – ফুটপাথটাই কনভেয়ার বেলটের মতো একটা কিছুর উপর দিয়ে চলত।

চলাচলের প্রয়োজন কমে যাওয়ার এই কল্পনা আজ দূরেক্ষণ-সভার প্রচলনে বাস্তবায়িত হয়েছে। বিশেজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আজ আর সশরীরে তাঁদের কাছে যাবার প্রয়োজন নেই – বরং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নিজের-নিজের বৈঠকখানায় আরামে বসে তাঁরা একে অপরকে দেখতে ও অপরের কথা শুনতে পারেন এবং সভার কাজ চালাতে পারেন। অনতিদূর ভবিষ্যতে আমরা সেই প্রযুক্তি পেতে চলেছি যার সাহায্যে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে থেকেও বাড়ির বাগানের সব চাইতে সুন্দর গন্ধের ফুলটার গন্ধ উপভোগ করতে পাবো। এই প্রযুক্তির আরো উন্নত রূপ সম্ভবত এমন হবে যে বাড়ির তৈরি সুখাদ্যের স্বাদ হাজার-হাজার মাইল দূরে থেকেও পাবো। প্রযুক্তির কী দাপট!

প্রযুক্তির এই ধরনের অবিশ্বাস্য অগ্রগতি প্রাক-তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্বের সংজ্ঞাটাই পালটে দিতে বসেছে। মোদ্দা কথাটা হলো বৈদ্যুতিন প্রশাসন-ব্যবস্থার রূপরেখায় যে বিশাল সম্ভাবনার সম্ভাব্য ছবি দেখতে পাই, তাতে দেখি আজকের পৃথিবী যেন যোগাযোগের ক্ষেত্রে ক্রমশ পরিণত হচ্ছে একটি ছোট গ্রামে– আমরা আদর করে যার নাম দিয়েছি- ‘বিশ্ব গ্রাম’ বা ‘গ্লোবাল ভিলেজ’।